ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ২য় পত্র: আত তাফসীর বির রিওয়ায়াহ

سورة المؤمنون (সূরা আল মুমিনুন)

প্রশ্ন: ২০ | আয়াত নং ১ - ১১:

قد افلح المؤمنون - الذين هم فى صلاتهم خشعون - والذين هم عن اللغو معرضون - والذين هم للزكوة فعلون - والذين هم لفروجهم حفظون - الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين - فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العدون - والذين هم لامنتهم وعهدهم رعون - والذين هم على صلوتهم يحافظون - اولئك هم الورثون - الذين يرثون الفردوس - هم فيها خلدون -

প্রশ্ন: ২১ | আয়াত নং ১২ - ১৭:

ولقد خلقنا الانسان من سللة من طين - ثم جعلنه نطفة فى قرار مكين - ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما - ثم انشأنه خلقا اخر - فتبارك الله احسن الخلقين - ثم انكم بعد ذلك لميتون - ثم انكم يوم القيمة تبعثون - ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق - وما كنا عن الخلق غفلين -

প্রশ্ন: ২২ | আয়াত নং ২৩ - ২৬:

ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يقوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره - افلا تتقون - فقال الملؤا الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم - يريد ان يتفضل عليكم - ولو شاء الله لانزل ملئكة - ما سمعنا بهذا فى ابائنا الاولين - ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين - قال رب انصرنى بما كذبون - فاوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا ووحينا فاذا جاء امرنا وفار التنور - فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم - ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا - انهم مغرقون -

প্রশ্ন: ২৩ | আয়াত নং ৪৯ - ৬১:

ولقد اتينا موسى الكتب لعلهم يهتدون - وجعلنا ابن مريم وامه اية واوينهما الى ربوة ذات قرار ومعين - يايها الرسل كلوا من الطيبت واعملوا صالحا

- انى بما تعملون عليم - وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون - فتقطعوا امرهم بينهم زبرا - كل حزب بما لديهم فرحون - فذرهم فى غمرتهم حتى حين - ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين - نسارع لهم فى الخيرت - بل لا يشعرون - ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون - والذين هم بايت ربهم يؤمنون -

প্রশ্ন: ২৪ | আয়াত নং ৬২ - ৬৭:

ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتب ينطق بالحق وهم لا يظلمون - بل قلوبهم فى غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عملون - حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجرون - لا تجئروا اليوم - انكم منا لا تنصرون - قد كانت ايتى تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصون - مستكبرين به سمرا تهجرون -

প্রশ্ন: ২৫ | আয়াত নং ৯৬ - ১০১:

ادفع بالتى هى احسن السيئة - نحن اعلم بما يصفون - وقل رب اعوذ بك من همزت الشيطين - واعوذبك رب ان يحضرون - حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون - لعلى اعمل صالحا فيما تركت كلا - انها كلمة هو قائلها - ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون - فاذا نفخ فى الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون -

প্রশ্ন: ২৬ | আয়াত নং ১১৫ - ১১৮:

افحسبتم انما خلقنكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون - فتعلى الله الملك الحق - لا اله الا هو - رب العرش الكريم - ومن يدع مع الله الها اخر - لا برهان له به - فانما حسابه عند ربه - انه لا يفلح الكفرون - وقل رب اغفر وارحم وانت خير الرحمين -

প্রশ্ন-২০ | আয়াত নং ১ - ১১
(قد افلح المؤمنون... থেকে ... هم فيها خلدون পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

সূরা আল মুমিনুন পবিত্র কুরআনের ২৩তম সূরা। এই সূরার প্রারম্ভিক আয়াতগুলোতে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের সফলতার ঘোষণা দিয়েছেন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ৭টি বিশেষ গুণাবলি বর্ণনা করেছেন।

২. অনুবাদ:

মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে। যারা নিজেদের সালাতে বিনয়ী ও নম্র। যারা অসার ক্রিয়াকলাপ (অনর্থক কথাবার্তা ও কাজ) থেকে বিরত থাকে। যারা যাকাত প্রদানে সক্রিয়। যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে; তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে (হেফাজত না করলে) তারা তিরস্কৃত হবে না। অতঃপর যারা এদের ছাড়া অন্য কিছু কামনা করে, তারাই সীমালংঘনকারী। আর যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে যত্নবান থাকে। এবং যারা নিজেদের সালাতসমূহের ব্যাপারে যত্নবান থাকে। তারাই হলো উত্তরাধিকারী; যারা ফিরদাউসের (জান্নাতের) উত্তরাধিকার লাভ করবে, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

৩. তাফসীর:

- **ফালাহ বা সফলতা:** আয়াতে 'ফালাহ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হলো ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জগতের সফলতা। আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়তা দিয়ে বলছেন যে, মুমিনরা সফল হবেই।
- **খুশু-খুযু:** মুমিনের প্রথম গুণ হলো সালাতে 'খুশু' বা অন্তরের বিনয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতা বজায় রাখা। মনকে দুনিয়াবি চিন্তা থেকে মুক্ত রেখে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকা।
- **লজ্জাস্থানের হেফাজত:** ব্যভিচার ও অশ্লীলতা থেকে নিজেকে রক্ষা করা। শুধুমাত্র বিবাহিত স্ত্রী এবং শরিয়তসম্মত দাসীদের সাথে সম্পর্ক বৈধ। এর বাইরে যেকোনো যৌন আচরণ (যেমন সমকামিতা, হস্তমৈথুন বা পরকীয়া) হারাম এবং সীমালংঘন।

- **জান্নাতের উত্তরাধিকার:** যেমন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির মালিক তার ওয়ারিশরা হয়, তেমনি আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্য জান্নাতুল ফিরদাউসকে তাদের পৈতৃক সম্পত্তির মতো সুনিশ্চিত অধিকার হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

৪. সারসংক্ষেপ:

প্রকৃত সফলতা কেবল ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। সালাতে মনোযোগ, চরিত্র রক্ষা এবং ওয়াদা ও আমানত রক্ষার মাধ্যমেই সর্বোচ্চ জান্নাত 'ফিরদাউস' লাভ করা সম্ভব।

প্রশ্ন-২১ | আয়াত নং ১২ - ১৭
(ولقد خلقنا الانسان... থেকে ... عن الخلق غفلين পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতগুলোতে মানব সৃষ্টির নিপুণ স্তরবিন্যাস (Embryology) এবং পরকালীন জীবনের আবশ্যকতা তুলে ধরেছেন। মানুষের সৃষ্টি যে নিছক কোনো দুর্ঘটনা নয়, বরং সুনিপুণ পরিকল্পনা, তা এখানে প্রমাণিত হয়েছে।

২. অনুবাদ:

আমি তো মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে (মাতৃগর্ভে) স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তে (আলাকা) পরিণত করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে (মুদগা) পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে হাড় সৃষ্টি করেছি, অতঃপর হাড়কে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি। অবশেষে তাকে এক নতুন সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলেছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কতই না বরকতময়! এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর কেয়ামতের দিন তোমরা পুনরুত্থিত হবে। আমি তো তোমাদের ঊর্ধ্বে সাতটি পথ (আসমান) সৃষ্টি করেছি এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অসতর্ক নই।

৩. তাফসীর:

- **সৃষ্টির পর্যায়ক্রম:** আধুনিক ভ্রূণতত্ত্বের (Embryology) সাথে কুরআনের এই বর্ণনা হুবহু মিলে যায়। আল্লাহ বর্ণনা করেন কীভাবে মাটির উপাদান থেকে খাদ্য, খাদ্য থেকে বীর্য এবং তা থেকে মাতৃগর্ভে ধাপে ধাপে (শুক্র > জমাট রক্ত > মাংসপিণ্ড > হাড় > পূর্ণ মানব) মানুষ গঠিত হয়।

- **রূহের ফুৎকার:** 'নতুন সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলেছি'—এর দ্বারা রূহ ফুঁকে দেওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার ফলে জড় পদার্থটি একটি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন মানুষে পরিণত হয়।

- **সপ্ত আকাশ:** আল্লাহ কেবল মানুষ সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি, তাদের সুরক্ষার জন্য মাথার ওপর সাতটি আসমান বা কক্ষপথ তৈরি করেছেন এবং তিনি তাঁর সৃষ্টিজগত সম্পর্কে সর্বদা সজাগ।

৪. সারসংক্ষেপ:

মানুষের সৃষ্টির প্রতিটি স্তর আল্লাহর অসীম কুদরতের প্রমাণ। যিনি প্রথমবার এই জটিল প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা মোটেও কঠিন নয়।

প্রশ্ন-২২ | আয়াত নং ২৩ - ২৬
(ولقد ارسلنا نوحا ...থেকে ...انهم مغرقون পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

হযরত নূহ (আ.)-এর দাওয়াত এবং তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতাপশালী নেতাদের (মালা) ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের চিত্র এই আয়াতগুলোতে তুলে ধরা হয়েছে। নবীদের 'মানুষ' হওয়া নিয়ে কাফেরদের চিরন্তন সন্দেহের জবাব এখানে রয়েছে।

২. অনুবাদ:

আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে বলল, "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। তবুও কি তোমরা ভয় করবে না?" তার সম্প্রদায়ের কাফের প্রধানরা বলল, "এ তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়; সে তোমাদের

ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চায়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তো ফেরেশতাই পাঠাতেন। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কালে এরূপ কথা (তাওহীদ) শুনিনি। সে তো এমন এক লোক, যার মধ্যে পাগলামি আছে; সুতরাং তোমরা কিছুকাল তার অপেক্ষা করো।" নূহ বলল, "হে আমার রব! আমাকে সাহায্য করুন, কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে।"

৩. তাফসীর:

- **নেতাদের অহংকার:** নূহ (আ.)-এর যুগের বিত্তশালী ও নেতারা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে দুটো যুক্তি দিত: ১. নূহ আমাদের মতোই রক্ত-মাংসের মানুষ, তাই সে নবী হতে পারে না। ২. সে এসব বলে আমাদের ওপর নেতৃত্ব বা বাহাদুরি ফলাতে চায়।
- **পাগল অপবাদ:** যুক্তিতে হেরে গিয়ে তারা নবীকে সামাজিকভাবে হেয় করার জন্য 'মাজলুম' বা পাগল বলে অপপ্রচার চালাত।
- **নবীর ফরিয়াদ:** যখন দাওয়াতের সব দরজা বন্ধ হয়ে গেল, তখন নূহ (আ.) আল্লাহর দরবারে সাহায্যের আবেদন করলেন। এটি ছিল চূড়ান্ত ফয়সালার প্রারম্ভিকা।

৪. সারসংক্ষেপ:

সত্যের পথে বাধা এবং অপবাদ আসবেই। কাফেররা সর্বদা নবীদের মানবীয় সত্তাকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। চরম বিপদে আল্লাহর সাহায্য চাওয়াই নবীদের সুন্নাত।

প্রশ্ন-২৩ | আয়াত নং ৪৯ - ৬১
(ولقد اتينا موسى ... থেকে ... بايت ربهم يؤمنون পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

এই দীর্ঘ আয়াতগুলোতে মুসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর উল্লেখের পাশাপাশি সকল নবীকে পবিত্র বস্তু আহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুসলিম উম্মাহ যে মূলত এক জাতি এবং দুনিয়ার প্রাচুর্য যে সবসময় আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষণ নয়—তা স্পষ্ট করা হয়েছে।

২. অনুবাদ:

আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, যাতে তারা সৎপথ পায়। এবং আমি মরিয়ম-পুত্র ও তার জননীকে এক নিদর্শন বানিয়েছিলাম এবং তাদেরকে এক উচ্চভূমিতে আশ্রয় দিয়েছিলাম, যা ছিল নিরাপদ ও প্রবহমান পানিবিশিষ্ট। হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার করো এবং সৎকর্ম করো; তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে আমি অবগত। তোমাদের এই উম্মত তো একই উম্মত এবং আমিই তোমাদের রব; অতএব আমাকে ভয় করো। কিন্তু তারা নিজেদের দ্বীনকে বহুধা বিভক্ত করে ফেলেছে; প্রত্যেক দলই নিজেদের যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত। অতএব আপনি তাদেরকে কিছুকালের জন্য তাদের বিভ্রান্তিতে থাকতে দিন। তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করছি, তার মাধ্যমে তাদের জন্য সকল কল্যাণ ত্বরান্বিত করছি? বরং তারা উপলব্ধি করে না। নিশ্চয়ই যারা তাদের রবের ভয়ে তটস্থ, এবং যারা তাদের রবের নিদর্শনে বিশ্বাস করে...

৩. তাফসীর:

- **হালাল আহার ও নেক আমল:** আল্লাহ সকল নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন— আগে 'তৈয়্যিবাত' (পবিত্র/হালাল) ভক্ষণ করো, তারপর নেক আমল করো। কারণ হারাম ভক্ষণকারীর ইবাদত কবুল হয় না।
- **ইস্তিদরাজ (ঢিল দেওয়া):** কাফেররা মনে করত, দুনিয়াতে তাদের অঢেল সম্পদ ও সন্তান আছে মানে আল্লাহ তাদের ওপর খুশি। আল্লাহ বলেন, এটি তাদের জন্য 'ইস্তিদরাজ' বা ফাঁদ। পরকালে তাদের শূন্য হাতে পাকড়াও করা হবে।
- **উম্মতের ঐক্য:** সকল নবীর দ্বীন এক এবং অভিন্ন (ইসলাম)। কিন্তু পরবর্তী অনুসারীরা জিদ ও খেয়ালখুশি মতো দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

৪. সারসংক্ষেপ:

হালাল রুজি ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত। দুনিয়ার সম্পদের প্রাচুর্য আল্লাহর সন্তুষ্টির মাপকাঠি নয়, বরং ঈমান ও খোদাভীতিই আসল মানদণ্ড। সকল নবীর মূল শিক্ষা তাওহীদ বা একত্ববাদ।

প্রশ্ন-২৪ | আয়াত নং ৬২ - ৬৭
(ولا نكلف نفسا ...থেকে ...تهجرون سمرا পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

আল্লাহ তায়ালার ন্যায়বিচার এবং কাফেরদের অহংকারী আচরণের বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে। কুরআন শোনার সময় তারা কীভাবে অবজ্ঞা করত, তার চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে।

২. অনুবাদ:

আমি কাউকেও তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দিই না। আমার কাছে এমন এক কিতাব (আমলনামা) আছে যা সত্য কথা বলে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। কিন্তু তাদের অন্তর এ বিষয়ে (কুরআন সম্পর্কে) অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন এবং এছাড়াও তাদের আরও (মন্দ) কাজ আছে, যা তারা করেই যাচ্ছে। অবশেষে যখন আমি তাদের বিলাসীদের শাস্তির মাধ্যমে পাকড়াও করব, তখন তারা আর্তনাদ করে উঠবে। (বলা হবে) "আজ আর্তনাদ করো না, আমার পক্ষ থেকে তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।" আমার আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে পাঠ করা হতো, কিন্তু তোমরা উল্টো পায়ে সরে পড়তে—দম্ভভরে, গভীর রাতে গল্পগুজব করে (কুরআনের বিরুদ্ধে) অসার কথা বলতে।

৩. তাফসীর:

- **সাধ্য ও দায়িত্ব:** আল্লাহ মানুষের ক্ষমতার বাইরে কোনো বোঝা চাপান না। শরিয়তের প্রতিটি বিধান পালনযোগ্য।
- **আমলনামা:** কেয়ামতের দিন এমন এক রেকর্ড বুক বা আমলনামা হাজির করা হবে যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সত্য সাক্ষ্য দেবে।
- **সামিরান (গল্পগুজব):** মক্কার কাফেররা রাতে কাবার চত্বরে আড্ডা জমাত (যাকে 'সামার' বলা হয়) এবং সেখানে তারা কুরআন ও নবীজি (সা.)-কে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কুরুচিপূর্ণ গল্প করত। আল্লাহ তাদের এই অহংকারী আচরণের নিন্দা জানিয়েছেন।

৪. সারসংক্ষেপ:

আল্লাহ কারো প্রতি অবিচার করেন না। সত্য আসার পর যারা অহংকারবশত মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বিদ্রূপ করে, আজাব আসার পর তাদের আর্তনাদ কোনো কাজে আসবে না।

প্রশ্ন-২৫ | আয়াত নং ৯৬ - ১০১
(ادفع بالتى هى احسن... থেকে ...ولا يتساءلون পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

মন্দের জবাবে ভালো ব্যবহারের শিক্ষা এবং মৃত্যুর মুহূর্তে কাফেরদের আকুতি ও 'বারজাখ' জীবনের অকাট্য বাস্তবতা এই আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে।

২. অনুবাদ:

মন্দের মোকাবিলা করুন যা উৎকৃষ্ট তা দিয়ে; তারা যা বলে সে সম্পর্কে আমি সবিশেষ অবগত। এবং বলুন, "হে আমার রব! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং হে আমার রব! আমার কাছে তাদের উপস্থিতি থেকেও আপনার আশ্রয় চাই।" যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, "হে আমার রব! আমাকে (দুনিয়ায়) ফেরত পাঠান, যাতে আমি যা ছেড়ে এসেছি তাতে সৎকর্ম করতে পারি।" কখনোই নয়! এটা তো একটা কথা মাত্র যা সে বলবেই। আর তাদের সামনে 'বারজাখ' (পর্দা) থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। অতঃপর যখন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে, সেদিন তাদের মধ্যে কোনো আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং কেউ একে অপরের খোঁজ নেবে না।

৩. তাফসীর:

- **মন্দের জবাব ভালো দিয়ে:** ইসলামের শিক্ষা হলো কেউ দুর্ব্যবহার করলে তার জবাবে উত্তম আচরণ করা। এতে শত্রুতা মিত্রতায় পরিণত হতে পারে।
- **মৃত্যু ও আক্ষেপ:** মৃত্যুর ফেরেশতাকে দেখার পর কাফের ও পাপীরা দুনিয়ায় ফিরে এসে নেক আমল করার সুযোগ চাইবে। কিন্তু পরীক্ষার সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।

- **বারজাখ:** মৃত্যু ও কেয়ামতের মধ্যবর্তী জগতকে 'আলমে বারজাখ' বলা হয়। এখান থেকে কেউ দুনিয়ায় ফিরে আসতে পারে না।

- **রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন:** হাশরের ময়দানের ভয়াবহতায় পিতা-পুত্র, ভাই-বোন কেউ কাউকে চিনবে না বা সাহায্য করতে পারবে না। প্রত্যেকে নিজের চিন্তায় অস্থির থাকবে।

৪. সারসংক্ষেপ:

মৃত্যুর পর তওবা বা আমলের কোনো সুযোগ নেই। তাই হায়াত থাকতেই প্রস্তুতি নিতে হবে। কেয়ামতের দিন বংশমর্যাদা বা আত্মীয়তা কোনো কাজে আসবে না, কেবল ঈমান ও আমলই সম্বল হবে।

প্রশ্ন-২৬ | আয়াত নং ১১৫ - ১১৮
(افحسبتم انما خلقتكم... থেকে ... وانت خير الرحمين পর্যন্ত)

১. উপস্থাপনা:

সূরা আল মুমিনুনের সমাপ্তিতে আল্লাহ তায়ালা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং শিরকের অসারতা চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করেছেন। একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দোয়া শিখিয়ে সূরাটি শেষ করা হয়েছে।

২. অনুবাদ:

তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না? মহিমান্বিত আল্লাহ, যিনি প্রকৃত মালিক; তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে—যার কোনো দলিল তার কাছে নেই—তার হিসাব তো তার রবের কাছেই আছে। নিশ্চয়ই কাফেররা সফলকাম হবে না। এবং (হে নবী!) আপনি বলুন, "হে আমার রব! ক্ষমা করুন ও রহমত বর্ষণ করুন; আর আপনিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।"

৩. তাফসীর:

- **সৃষ্টির উদ্দেশ্য:** মানুষ সৃষ্টি কোনো খেলাধুলা বা অহেতুক কাজ নয়। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদত ও পরীক্ষার জন্য। এবং

দিনশেষে আল্লাহর কাছেই সবাইকে জবাবদিহিতার জন্য ফিরে যেতে হবে।

- **শিরকের পরিণতি:** যারা আল্লাহর সাথে শরিক করে, তাদের দাবির পক্ষে কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক বা ওহীভিত্তিক দলিল নেই। তাদের ধ্বংস অনিবার্য।
- **ক্ষমার দোয়া:** সূরাটি সফলতার কথা (আয়াত ১) দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং ক্ষমা ও রহমতের দোয়ার মাধ্যমে শেষ হয়েছে। কারণ আল্লাহর রহমত ছাড়া চূড়ান্ত সফলতা বা জান্নাত লাভ অসম্ভব।

৪. সারসংক্ষেপ:

জীবন নিরর্থক নয়, এর প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। আল্লাহর একত্ববাদের ওপর অটল থাকা এবং সর্বদা তাঁর কাছে ক্ষমা ও রহমত প্রার্থনাই হলো মুক্তির একমাত্র পথ।